

গমের বিভিন্ন রোগ ও প্রতিকারঃ



গমের পাতা ঝলসানো রোগ

লক্ষণ : প্রথমে নীচের পাতাতে ছোট ছোট বাদামি ডিম্বাকার দাগ পড়ে। পরবর্তীতে দাগ সমূহ আকারে বাড়তে থাকে এবং গমের পাতা ঝলসে দেয়। রোগের জীবাণু বীজে কিংবা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে। বাতাসের অধিক আদ্রতা এবং উচ্চ তাপমাত্রা (২৫ ডিগ্রী সে.) এ রোগ বিস্তারের জন্য সহায়ক।

গমের জাবপোকা বা এফিড

পিপিলিকার উপস্থিতি এ পোকার উপস্থিতিকে অনেক ক্ষেত্রে জানান দেয়। এ পোকা পাতা, গাছ ও কচি দানার রস চুষে খায়। এর আক্রমণ বেশি হলে গুটি মোন্ড ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং গাছ মরে যায়। এর প্রতিকার হল ১. হাত দিয়ে পিশে পোকা মেরে ফেলা ২. আক্রান্ত পাতা অপসারণ করা। ৩. পরভোজী পোকা যেমন : লেডিবার্ডবিটল লালন। ৪. ডিটারজেন্ট পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা ৫. প্রতি গাছে ৫০ টির বেশি পোকার আক্রমণ হলে গেইন ২০ এসএল বা সাইপারফস ৫৫ ইসি ২ মি.লি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকেলে স্প্রে করা।

গমের পাতার মরিচা রোগ

লক্ষণ : প্রথমে নীচের পাতাতে ছোট ছোট গোলাকার হলুদাভ দাগ পড়ে। পরবর্তীতে দাগ সমূহ মরিচার মত বাদামী বা কালচে রং এ পরিণত হয়। রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায় দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে সব পাতা ও কাণ্ডে দেখা দেয়।

গমের উড়চুঙ্গা পোকা

লক্ষণ:

এই পোকা মাটিতে গর্ত করে গাছের গোড়া কেটে ক্ষতি করে ।

গমের সিং বাগ পোকা

লক্ষণ:

এ পোকা পূর্ণ বয়স্ক ও নিষ্ক উভয় অবস্থায় ক্ষতি করে । দুধ আসা অবস্থায় ক্ষতি বেশী করে । ফলে গমের গায়ে দাগ হয় ও গম চিটা হয় ।

গমের লুজ স্মাট বা বুল রোগ

লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণে গমের শীষে কালো বর্ণের প্রচুর পরিমাণে পাউডারের মত বস্তু দেখা যায়। আক্রমণ বেশি হলে গমের দানাগুলো ঝড়ে যায় এবং শীষটি গমশূন্য দন্ডে পরিনত হয়।

গমে ইঁদুর সমস্যা

ইঁদুর ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে । ধান ও গম ক্ষেতে এরা বেশী ক্ষতি করে থাকে । ধান গাছের কাণ্ড তেরছা করে (৪৫ ডিগ্রি কোণে) কেটে দেয় । গাছের শীষ বের হলে শীষ বাকিয়ে নিয়ে কচি ও পাকা শীষ গুলো কেটে দেয় ।